স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পচিন্তা – একটি পর্যালোচনা

সুজাতা রাহা

Abstract

Swami Vivekananda (1863 1902), a great educationist, thinker, reformer and a prophet of India has laid exclusive stress on education. The basic idea of his educational philosophy is '**man-making**' education. His thoughts on education and society are interrelated. Literature and art both are also closely related to society. In this paper I attempt to discuss and analyze Vivekananda's view on literature, thereby trying to assess his contribution to Bengali literature and his thoughts on art, an aspect relatively unexplored.

Vivekananda's ideals on literature developed according to his philosophy of life. In his writings we find the manifestation of four kind of aesthetic emotions or '**Rasa**', according to Indian theory. These are '**Premarasa**', '**Virarasa**', '**Shantarasa**' and '**Atindriyarasa**'. Vivekananda was deeply influenced by the philosophical pride and splendid magnitude of the ***Upanishadas*** and the ***Gita***. According to him the ***Ramayana*** and the ***Mahabharata*** may be considered as two great encyclopaedias of knowledge and wisdom. He said that **Sita** was one of the most glorious characters. In this paper I focus on his work as a **translator**, preacher and author on religion in English. His use of both **elegant** and **colloquial** style and use of V**irarasa** in Bengali Literature is also emphasized.

The second part of the paper discusses his t**hought on art**, which has not been sufficiently explored. It takes into consideration his opinion on different Indian styles like Ajanta, Mughal, Rajput and Kangrah; in the process I also look at his influence on artists and later thinkers on art like Nivedita and Okakura.

Key words: Vivekananda, ideals of literature and art, four Rasa, Sri Ramakrishna, Nivedita, Okakura.

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২) ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাণপুরুষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, চিন্তাবিদ্, সমাজসংস্কারক – তিনি শিক্ষাকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল কথা 'Man Making' অর্থাৎ মানুষ গড়ার শিক্ষাই সূচিত করে। তাঁর শিক্ষাভাবনার সঙ্গে সমাজভাবনা যুক্ত। সমাজের সঙ্গে আবার সাহিত্য ও শিল্পের নিবিড় যোগ। কারণ সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমেই কোনো দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতটা উন্নত তা ধরা পড়ে। এই প্রবন্ধে বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পভাবনার বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লেষণ করা হল। যার মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান ও

ভারতীয় শিল্পভাবনার নানা অনালোকিত দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এ বিষয়ে কিছু প্রামাণ্য গবেষণাপত্র ও গ্রন্থের বিশ্লেষণ এখানে তুলে ধরা হল।

১) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৮) : 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা গদ্য' প্রবন্ধটি স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে প্রকাশিত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা। লেখক এই প্রবন্ধে স্বামীজীর বাংলা গদ্যের আদর্শ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বামীজীর 'চলিত গদ্যরীতি', স্বামীজী ব্যবহৃত বিভিন্ন 'ইডিয়ম', ও নতুন বাক্য গঠন রীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর গদ্যে ব্যবহৃত হাস্যরস প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।

২) শঙ্করীপ্রসাদ বসু (১৯৮৫) : 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' ৫ম খন্ড মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা। লেখক এই গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ও স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। যা প্রকৃতপক্ষে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে স্বামীজীর নতুন চিন্তা ও বার্তার বাহক। তিনি এখানে শিল্প সংস্কৃতি প্রসঙ্গে আলোচনার সময় ওকাকুরার কথা বলেছেন। যা ভারত ও জাপানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে নতুন তথ্য সরবরাহ করে।

৩) স্বামী গম্ভীরানন্দ (১৯৯১) : 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' – ৩ খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা। তিনটি খন্ড ব্যাপী এই সুবৃহৎ গ্রন্থ স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনেতিহাসের এক প্রামাণ্য গ্রন্থবিশেষ। গ্রন্থকার এখানে স্বামীজী রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও স্বামীজীর কর্মময় জীবনের কথা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

৪) প্রণবরঞ্জন ঘোষ (১৯৭৮) : 'বিবেকানন্দ ও বাংলা সাহিত্য' – করুণা প্রকাশনী, কলকাতা। লেখক এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের অবদান প্রসঙ্গে অনুপুঙখ আলোচনা করেছেন।

৫) হরপ্রসাদ মিত্র (১৯৬৪) : 'বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা' – ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা। লেখক এই গ্রন্থে বিশেষভাবে স্বামীজীর সমাজচিন্তা ও সমাজভাবনাকে তুলে ধরেছেন। স্বামীজীর সমাজচিন্তার প্রেক্ষিতে লেখক স্বামীজীর সাহিত্য চিন্তাকেও গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন।

৬) স্বামী সোমেশ্বরানন্দ (১৯৮৮) : 'ইতিহাস চিন্তায় বিবেকানন্দ' – এ্যাকাডেমিক এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা। গ্রন্থকার এই বইতে স্বামীজীর ইতিহাস চেতনা ও ইতিহাস ভাবনাকে মূলতঃ তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থে স্বামীজীকে একজন ঐতিহাসিক রূপে আমরা পেয়েছি।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধটি তুলে ধরা হল। আলোচনার প্রথম পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যকর্ম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পভাবনা প্রসঙ্গ আলোচিত হল।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যকর্ম

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ তাঁর জীবন–ধর্মেরই অনুসারী নিতান্ত শৈশবেই নরেন্দ্রনাথ অনেক ভারতীয় বালকের মতো রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীতে মগ্ন থাকতেন, দেবদেবীর সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করতেন, এবংমুগ্ধবোধ ব্যাকরণের সকল সূত্র কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন।[১] স্কুল–কলেজের শিক্ষাজীবনে নরেন্দ্রনাথের আগ্রহের বিষয়ের মধ্যে প্রধান ছিল সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস – সেই সঙ্গে বিজ্ঞান–প্রীতি। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের অনেক আগেই তিনি অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। পিতার ইতিহাস প্রীতিই নরেন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলেই মনে হয়।[২] ভগিনী নিবেদিতার মতে দর্শন ছিল তাঁর নিজরাজ্য, অন্যদিকে ইতিহাস স্বামিজীর জয়ক্ষেত্র। এছাড়া স্বামীজী বিশেষভাবে সংস্কৃত চর্চা করেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন ...ঐ ভাষা ভারতীয় জ্ঞান ভান্ডারের চাবিকাঠি ...ঐ ভাষাকে যথোপযুক্ত ভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে ভারতধর্মের অন্তর্গহণে যথার্থ প্রবেশ সম্ভব নয়।[৩] পরিব্রাজক জীবনে সুপন্ডিত বৈয়াকরণের কাছে তিনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিয়মিত সংস্কৃত চর্চা করে তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী হয়েছিলেন।[৪] সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি স্বামীজী বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষার অভিনিবিষ্ট সাহিত্যপাঠক ছিলেন সারদানন্দ জানিয়েছিলেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার আগেই তিনি ইংরাজী ও বাংলার সমগ্র সাহিত্য পড়ে ফেলেছিলেন।[৫] সংস্কৃত ভাষা চর্চা ও বিভিন্ন সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের জীবনে আদর্শকে পরম সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। যার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে আদর্শায়িত সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য – যে সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সম্পর্ক ও সংযোগ অবশ্যই দরকার।

স্বামীজীর সাহিত্যে চার রসের অনবদ্য প্রকাশ : **প্রেমরস, বীররস, শান্তরস** এবং **অতীন্দ্রিয় রস**। এখন কয়েকটি রসের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ দেখানোর চেষ্টা করা হল।

প্রেমরস – রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে মনে স্বার্থবাসনা থাকলে এই প্রেমের পরম প্রকৃতি উপলব্ধ হয় না। স্বামীজী তাঁর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে প্রেমযোগে অদ্বৈতবোধ কিভাবে লব্ধ হয় সে বিষয়ে বলেছেন 'দ্বৈতভাব নিয়েই প্রেমের

ধর্ম আরম্ভ হয়। আমরা মনে করি, ঈশ্বর আমাদের থেকে পৃথক। তারপর প্রেম আসে মধ্যস্থ হয়ে – মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয় – ঈশ্বরও এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে। ...তারপর মানুষ যখন উন্নতির শেষ পর্যায়ে পৌঁছায় তখন সে নিজের উপাস্য দেবতায় একেবারে মগ্ন হয়ে যায়। ...তখন ঘটে পূর্ণ জ্যোতির বিকাশ, মানুষের ক্ষুদ্র অহং বিলুপ্ত হয়, সে হয়ে যায় অনন্তে অনন্ত। ঐ প্রেমের পরম জ্যোতির মধ্যে অবস্থিত সে– পরিণতিতে উপলব্ধি করে এই অপূর্ব উদ্দীপক সত্য – প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ এক ও অভেদ।[৬]

বীররস – প্রেমরসের সকল গভীরতা স্বীকার করেও, স্বামীজী বীররসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য' স্বামীজীর প্রিয় কাব্য। তিনি বলেছেন যে, 'মেঘনাদ বধ কাব্যের মতো দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে নেই–ই, সমগ্র ইউরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানিং পাওয়া দুর্লভ'।[৭] স্বামীজী নিজেই এই বীররসকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, 'যিনি কখনো দুর্বল হন না, সকল বাধার সম্মুখীন হন, মৃত্যুখেলায় অকম্পিত চিত্তে নেমে পড়েন – তাকেই কেবল মহাপুরুষ বলে স্বীকার করি।[৮] এ প্রসঙ্গে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য –'তাঁর নিজের মধ্যে যে আগ্নেয়গিরি সদা জ্বলন্ত ছিল, তা বাইরে ভাষারূপ কামনা করত। বীরত্ব তার সহজাত। বীররস বিবেকানন্দের জীবনের স্থায়ী রস।[৯]

শান্তরস – স্থিতি ও গতি একই সত্যের দুটি দিক। বিবেকানন্দ যেহেতু প্রচন্ডভাবে গতিশীল, তাই একান্তভাবেই স্থির। বীররসের বিবেকানন্দ শান্তরসে অতল প্রস্থান করেন প্রশান্ত আনন্দে। বিবেকানন্দ স্বয়ং শান্তরসের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ১৮ এপ্রিল, ১৯০০, ইংরাজিতে তিনি যে পত্র লিখেছেন তার অনুবাদকে বাংলা গদ্যে শান্তরসের সর্বোচ্চ প্রকাশ বলা যায়। যার মধ্যে আছে প্রত্যাহার ও নির্লিপ্তির প্রশান্ত মহিমা। অপার নির্বাণ সমুদ্রকে সাক্ষাত দর্শনের আলোকস্নান এবং অনন্ত শান্তির বিস্তার।[১০] স্বামীজী লিখেছেন, '...আহা, কি স্থির প্রশান্তি! ...আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক তাই, কেবল শান্তি, শান্তি। চারপাশে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজানো রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না – এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। আমার প্রাণে শান্তির ও বিরোধ নেই। ঐ – ঐ আবার সেই আহ্বান! যাই প্রভু, যাই![১১]

অতীন্দ্রিয়রস – বিবেকানন্দ এমন এক জগতকে দেখতে চেয়েছেন, যেখানে রয়েছে রূপের অতীত রূপ। অবাঙ্মনসগোচর সেই জগতের সঙ্গীত তিনি লিখেছেন, 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর – এবং সেই জগৎ যখন তার ব্যক্তরূপের আলোড়ন

ক্ষণে প্রকাশিত হয়, তার রূপ দেখে লিখলেন 'Kali the Mother' কবিতা। সাক্ষাৎ উপলব্ধির এরূপ কবিতা খুব অল্পই লেখা হয়েছে। উপনিষদের ভাষা প্রসঙ্গে স্বামীজী একই কথা বলেছেন – 'উপনিষদের ভাষা... অতীন্দ্রিয় রাজ্যে লইয়া যাইবার প্রয়াসী।

প্রাচীন ভাষা সমূহের মধ্যে স্বামীজী **সংস্কৃতকে** সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী বলেছেন। তাঁর মতে সংস্কৃত হল পূর্ণাঙ্গভাষা। কারণ, গণিতের কঠিন সংখ্যাতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করতেও ছন্দোবদ্ধশ্লোক ব্যবহৃত হয়েছিল। **উপনিষদ ও গীতার** দর্শনগরিমা ও শক্তি মহিমায় স্বামীজী অভিভূত ছিলেন। উপনিষদ ও গীতার কাব্য সৌন্দর্যের তুলনা করে স্বামীজী বলেছেন, 'উপনিষদে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে–চলিতে হঠাৎ এক মহাসত্যের অবতারণা। যেমন জঙ্গলের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর গোলাপ – শিকড়, কাঁটা, পাতা সমেত। আর গীতার মধ্যে ঐ সত্যগুলি অতি সুন্দর রূপে সাজানো – যেন ফুলের মালা বা তোড়া'।[১২] গীতার মতো 'অমরকাব্যের' প্রভাব কিভাবে পাশ্চাত্যদেশে ছড়িয়েছে, তাও স্বামীজী উল্লেখ করেছেন। **রামায়ণ ও মহাভারত** তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত ও জ্ঞানরাশির শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ। রামায়ণের **সীতা** চরিত্র স্বামীজীর ভাষায় সবচেয়ে মহিয়সী চরিত্র 'সীতা অসাধারণ। মহামহিমময়ী সীতা – পবিত্রতা হইতেও পবিত্র – সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ। ...সীতা কেবল নরলোকের নয়, দেবলোকেরও আদর্শ স্বরূপা। ...আমরা সকলেই সীতার সন্তান'।[১৩]

স্বামী বিবেকানন্দ এক **শ্রেষ্ঠ অনুবাদক** – মানবজাতির জন্য বিবেকানন্দের মৌলবাণী, যা ঔপনিষদিক কাব্যছত্রের সৃষ্টিশীল অনুবাদ ছাড়া কিছু নয় : "Arise! Awake! And Stop not till the Goal is reached' – উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। স্বামীজী তাঁর ধর্ম–দর্শনকে উপনিষদের ভিত্তিতে স্থাপন করেছিলেন বলে উপনিষদের অজস্র শ্লোক বা শ্লোকাংশের অনুবাদ পাওয়া যায়। স্বামীজী অনুদিত এরূপ অনবদ্য এক নিদর্শন :

From the unreal lead us to the Real.
From the darkness lead us unto light.
From death lead us to Immortality.
Reach us through and through our Self.
And evermore Protect us - Oh Thou Terrible ! -
From ignorance, by Thy Sweet compassionate Face.
[অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়,
আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখংতেন মাংপাহি নিত্যম্] –

ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর এই অনুবাদ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন, 'তা যেন সংস্কৃতের জীবন্ত হৃদয়টিকে পৃথক করে নিয়ে ইংরেজিভাষার আশ্রয়ে স্থাপিত করা'।[১৪]

স্বামী বিবেকানন্দ সেকালে ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজিতে একজন প্রধান ধর্মবক্তা ও লেখকরূপে স্বীকৃত। ভগিনী নিবেদিতা, মেরী লুই বার্ক, রোমা রোলাঁ প্রমুখের লেখায় তাঁর ইংরেজিতে দেওয়া বক্তৃতার রচনা নৈপুণ্য, শব্দচয়ন ও ভাষাশৈলীর অনবদ্য প্রকাশভঙ্গিমার কথা জানা যায়। স্বামীজীর ভাষণের ভাষাশৈলী প্রসঙ্গে রোমা রোলাঁ লিখেছেন, 'মহাসঙ্গীতের মতো শব্দগুলি, বীঠোফেনের মতো রচনা, হান্ডেলের একতানের মতো উদ্দীপ্ত ছন্দ।'[১৫] নিবেদিতা স্বামীজীর এক বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বলেন, 'অপরূপ বাক্যগুলি তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়তে লাগল। আমরা উত্থিত হলাম অনন্তে, সাধারণ মানুষ আমরা – হয়ে গেলাম আশ্চর্য শিশুর মতো – যে শিশু আকাশের সূর্য–চন্দ্র–তারকার দিকে হাত বাড়িয়ে আছে সেগুলিকে শিশুর খেলনা ভেবে'।[১৬]

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা ভাষায় গান, কবিতা, পত্র, প্রবন্ধ, নক্সা, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি রচনা করেছেন। এরূপ তাঁর বিখ্যাত দুটি কবিতা **'সখার প্রতি'** এবং **'নাচুক তাহাতে শ্যামা'**। যেখানে স্বামীজীর ঔপনিষদিক ভাবনা ও 'বিবেকানন্দ–সত্য' শব্দে–শব্দে ঘোষিত হয়েছে। 'সখার প্রতি' কবিতায় স্বার্থময় সংসারের ছবি আঁকা হয়েছে, এবং এই সংসারে যাঁরা নিঃস্বার্থ তাঁদের জন্য কোন্ দুঃখময় বাস্তবতা অপেক্ষা করে আছে, তা কিছুটা ট্রাজিক বিষাদের সঙ্গে বলা হয়েছে। কবিতাটি শেষ হয়েছে এমন কয়েকটি ছত্র দিয়ে, যা মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়, এবং মন্ত্রের মতোই পবিত্র শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় মানবপ্রেমিকদের কণ্ঠে। বিবেকানন্দের সেই ঔপনিষদিক উচ্চারণ।

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল?
দাও আর ফিরে নাহি চাও থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
.....
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

স্বামীজীর ইংরাজি কবিতা 'কালী দি মাদার' এর সঙ্গে 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতার একাংশের ভাবসাম্য আছে। কবিতাটিতে কালীর প্রলয়ঙ্করী রূপের কথা আছে। পৃথিবীর বীরকুলের জন্য তিনি ভয়ঙ্করী কালীর মাধ্যমে ভয়ঙ্কর সত্যের আবরণ উন্মোচন

করেছেন। কবিতার দুটি চিত্র, একটি সর্বকাম্য মধুরের, দ্বিতীয়টি তার বিপরীত ধ্বংসচ্ছবি। বিবেকানন্দ তাই আহ্বান করেছেন – প্রেতভূমি চিতামাঝে সত্যের মন্দির নির্মাণ করতে, অপার সংগ্রামের দ্বারা সেই ভয়াল সত্যের পূজা করতে। সেই ভীষণ সত্য মৃত্যুর উপাসনা তিনি অন্য রচনায়ও করেছেন – 'মৃত্যুকে উপাসনা করতে সাহস পায় কজন? এসো আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জেনেই আলিঙ্গন করি'।[১৭]

স্বামীজী **সাধু** ও **চলিত** উভয় গদ্যরীতিই অবলম্বন করেছেন। সাধু গদ্যরীতি অবলম্বনে তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল – হারবার্ট স্পেন্সারের **'এডুকেশন'** গ্রন্থের অনুবাদ **'শিক্ষা'**, **গীতগোবিন্দের** অনুবাদ, **'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'** গ্রন্থের **'ঈশা অনুসরণ'** নামে অনুবাদ, **'বর্তমান ভারত'** পুস্তক প্রভৃতি। 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের শেষে যে 'ভারতমন্ত্র'টি বিবেকানন্দ রচনা করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 'হে ভারত ভুলিও না', মহাকাব্যের মতো এই রচনাকে বলা যায় মহাগদ্য। এই রচনায় দেখা যায় স্বরের উদারতা, উদাত্ততা ও আত্মার সুমহান ধ্বনি। বিবেকানন্দ রচিত এই ভারতমন্ত্রের গদ্য সত্যই ঔপনিষদিক বাণী।

চলিত গদ্য ব্যবহারে স্বামীজীর ভূমিকা পথিকৃতের। তাঁর মতে, 'ভাষাকে করতে হবে – যেমন সাফ ইস্পাত...'। এই ইস্পাতের ভাষা স্বামীজী সত্যই তৈরী করতে পেরেছিলেন। চলিতগদ্যের রূপ ও রসের অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে তাঁর **'ভাববার কথা'**, **'পরিব্রাজক' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'** নামক গ্রন্থগুলিতে এবং **পত্রাবলীর** বিভিন্ন পত্র। তাঁর **'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'** গ্রন্থে উদার বিশ্বমানবিকতা অপূর্ব ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে একদিকে দেখা যায় গভীর রসিকতা অন্যদিকে দারুণ তেজ। তাঁর রচনার ওজস্বিতা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'স্বামীজীর ভাষায় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। ভাষায় ভাবের এরূপ ঝঙ্কার শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ। ...বাংলা গদ্যে **বীররসের** শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা

আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় – স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা একটি প্রায় অনালোচিত দিক। ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরে ভারতবর্ষের শিল্পকলা প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষ শিল্পের দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলির অন্যতম। ভারতীয় শিল্পে অজন্তা, মুঘল, রাজপুত, কাংড়া রীতির সম্মিলন লক্ষণীয় তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের ভাস্কর্য এবং মুঘল স্থাপত্যের

অলঙ্করণ। ভারত শিল্পের মূল ধারার পাশে লোকশিল্প অবলম্বনে যে স্বতন্ত্র এক ধার গড়ে উঠেছে, তা বিবেকানন্দের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত বিবেকানন্দ মূলতঃ ভারতের শিল্পজাগরণে ব্রাহ্ম মুহূর্তের ঋষি।

ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে বিবেকানন্দের প্রভাব পরোক্ষ কিন্তু সামান্য নয়। তাঁর শিল্পবিষয়ক রচনা ও বক্তব্য আয়তনে বৃহৎ না হলেও তেজে জ্বলন্ত। এমন কি তাঁর **'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য'** গ্রন্থের শেষে ইউরোপীয় শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে পৃথক রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও স্বল্পায়ু জীবন সে সুযোগ তাঁকে দেয়নি। পৃথিবীর শিল্পকলার দুনিয়া চিরতরে হারিয়েছে এক মহামূল্যবান সম্পদ। ভারতীয় শিল্প আন্দোলনে **ভগিনী নিবেদিতা** প্রচন্ড এক প্রেরণা – নিবেদিতার ভারত শিল্পবোধ স্বামী বিবেকানন্দের দান ভারত শিল্পের দ্বিতীয় প্রধান শিল্পী **নন্দলাল বসু** প্রথমে নিবেদিতার মধ্য দিয়ে, পরে সাক্ষাৎভাবে স্বামীজীর জীবনাদর্শ ও রচনা থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্প সম্বন্ধে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কিছু সংবাদ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, ভারতীয় শিল্পকলার মূল ধারার সংলগ্ন লোকশিল্প অবলম্বন করে যে একটি স্বতন্ত্রধারা রচিত হয়েছে, তাও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহমর্মিতা লাভ করেছে। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের এক অপূর্ব যোগ বোঝাতে **গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের** সুগভীর শিল্পানুভূতির কথা স্বামীজী উল্লেখ করেছেন – 'ওরে, আমাদের আর্ট যে একটা ধর্মের অঙ্গ। ...ঠাকুর নিজে কত বড় আর্টিস্ট ছিলেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্পদৃষ্টির চমৎকার তুলনা দেখিয়েছেন নন্দলাল বসু। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে মগ্ন থাকার যথেষ্ট অবসর স্বামী বিবেকানন্দ খুঁজে পান নি। পাশ্চাত্য ভ্রমণের সময় 'ব্রহ্মবাদিন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রচ্ছদের জন্য লোহার ব্লক সমেত লম্বা নক্সা তিনি পাঠাবেন বলেছিলেন। সম্ভবত সময়াভাবে তা সম্ভব হয় নি। তবে **রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতীক চিহ্নটি** তাঁরই চিন্তার ফসল যা আজ সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বেলুড়মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যরীতির সংমিশ্রণ সম্ভব কিভাবে হবে তা স্থাপত্য বিদ্যায় পারদর্শী স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে বুঝিয়ে বলে তার নক্সা তৈরী করিয়েছিলেন।

ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে **গ্রীক শিল্পের** তুলনামূলক আলোচনা করে স্বামীজীর উপলব্ধি হল –'ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প গ্রীসের চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের, কারণ ভারতীয় সৃষ্টি সব সময়েই একটা ভাবকে প্রকাশ করতে ব্রতী, গ্রীক স্থাপত্য যা করেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় স্বামীজী গ্রীকশিল্পের নিদর্শন সাক্ষাৎ গ্রীসেই দেখেছিলেন। এছাড়া প্যারিস, লুভর, এথেন্স, কনস্টান্টিনোপল, মিশর প্রভৃতি শহর ঘুরেও তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন

দেশের শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ করেন।

ভারতীয় চিত্রশিল্পে নতুন ধারা সংযোজন করেন **শিল্পী রবি বর্মা**। তাঁর আঁকা পৌরাণিক ছবিগুলি সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৮৯৩ সালে চিকাগোর বিশ্বমেলায় তিনি প্রায় একডজন ছবি পাঠিয়েছিলেন বিবেকানন্দ রবি বর্মার চিত্রের সমালোচনা করে তার ত্রুটিগুলিও সংশোধন করেন।

স্বামীজী জাতীয় জীবনের সঙ্গে শিল্পবোধের সম্পর্ক যে অত্যন্ত নিবিড় হওয়া উচিত তা বারে বারে বলেছেন **জাপানের** প্রশংসা করতে গিয়ে স্বামীজী একবার বলেছেন, 'ঐ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়, ...ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ। যে মেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিজেএকজন কত বড় শিল্পী ছিলেন! গণশিল্পের প্রতি স্বামীজীর আকর্ষণের পিছনে রয়েছে তাঁর এই মৌল প্রত্যয়। জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা–শিল্প, অর্থ সম্পদ কোন কিছুই বিশেষ গোষ্ঠীর ভোগের বস্তু হওয়া উচিত নয়। স্বামীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল – শিক্ষার ক্ষেত্রে না পারুক, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজের বৃহত্তর অংশকে স্পর্শ করতে ভারতবর্ষ পেরেছিল। তাই মিসেস ওলি বুলকে স্বামীজী ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২, এক চিঠিতে গ্রামবাংলার একটি শিল্প সৌন্দর্যময় খড়ের চন্ডীমন্ডপ দেখে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা, আপনারা কয়েক ঘন্টার জন্য কলকাতার পশ্চিমের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে কাঠ, বাঁশ, বেত, অভ্র ও খড়ের তৈরী পুরাতন বাংলার চালাঘর দেখে আসুন।'[১৮]

পরবর্তী শিল্প আন্দোলনের সঙ্গে স্বামীজীর সংযোগের বিষয়ে আর একটি সংবাদ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যায়। মিস ম্যাকলাউডের বন্ধু জাপানী শিল্প–অনুরাগী শ্রীযুক্ত ওকাকুরা কাকুজো স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতে এসেছিলেন এবংগোড়ার বেলুরমঠে স্বামীজীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন ছিলেন। চীন, জাপান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ওকাকুরা ঐ সকলের উৎসভূমি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলেন এবংসৌভাগ্যের বিষয়, একেবারে সূচনায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল উজ্জ্বল দৃষ্টির আলোকলাভ করেছিলেন, **জাপানের ধর্মমহাসভায়** উপস্থিত থাকার জন্য স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ জানাতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন **ওকাকুরা**। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাপানের বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ ওডা। ওকাকুরার বিখ্যাত গ্রন্থ **'আইডিয়ালস্ অব দি ইষ্ট'** গ্রন্থের অংশবিশেষে স্বামীজীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আছে। ভারতের শিল্প আন্দোলনও ওকাকুরার প্রভাব লক্ষণীয়। ওকাকুরার সঙ্গে স্বামীজীর শিল্প বিষয়ে আলোচনার বিভিন্ন সংবাদও পাওয়া যায়। ওকাকুরা প্রসঙ্গে স্বামীজী দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে বলেছিলেন –'বালকটিকে আমি

ভালবাসি। অমন ভালত্ব ও মহত্ব আমি দেখিনি'। **নিবেদিতার** ভাষায় –'এ হল ওকাকুরার প্রতি তাঁর আশীর্বাদ।

জাপানের এই বিশিষ্ট শিল্পানুরাগী শ্রীযুক্ত ওকাকুরাকে স্বামীজী **বন্ধু** বলে উল্লেখ করে এক পত্রে লেখেন – 'জাপান আমার কাছে স্বপ্নভূমি – এত সুন্দর যে [একবার দেখলে] সারাজীবন মনে ধাওয়া করে। জাপানীদের দেশপ্রীতির খুব প্রশংসা করে স্বামীজী বলেছেন – 'তাহাদের নিকট স্বদেশই ধর্ম! ''মহামহিম জাপান দীর্ঘজীবী হউক''– ইহাই তাহাদের জাতীয় জয়ধ্বনি...'। বিভিন্ন দেশের শিল্পকীর্তি ও শিল্পসম্ভার প্রত্যক্ষ করে স্বামীজী উপলব্ধি করেছেন জনজীবনে উন্নতির জন্য 'আর্ট' ও 'ইউটিলিটি' এ দুয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। তাঁর মতে জাপান এটা করতে পেরেছে বলে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। ভারতীয় গণশিল্পের মৌল প্রত্যয় যে স্বামীজীকে আকর্ষণ করেছে তা নিবেদিতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। মেঝের আলপনা, দেয়াল চিত্র, খড়ের চাল যুক্ত চন্ডীমন্ডপ, কাঠ, বাঁশ, বেত ও খড় নির্মিত বাংলা চালাঘর এর শিল্প সুষমার প্রশংসা করেছেন বিবেকানন্দ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা শিল্পকলা প্রত্যক্ষ করে স্বামীজী উভয়ের তুলনা করে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি উপলব্ধি করেছেন **পাশ্চাত্য শিল্পকলায় আছে সৌন্দর্য আর ভারতীয় শিল্পকলার মূলে আছে রস অথবা রসবোধই** শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শিখিয়ে বলেছেন, 'আমায় রসে বসে রাখিস মা'। এই প্রার্থনা শিল্পকলাকে যেন আমাদের জীবনে অঙ্গীভূত করে। স্বামীজী জানতেন নান্দনিকতার প্রশ্নে রসের তুলনা নেই। ফলে তা শিশ্লেষণ করা যায় না, প্রয়োজনও হয় না। অনুভব করা যায় মাত্র। গভীরতর জীবনের সত্যময় ধ্রুবলোকের শান্তিকে স্পর্শ করে স্বামী বিবেকানন্দের **শান্তিস্বরূপিণী মাতা ঠাকুরাণীর কোমলতম অস্তিত্ব প্রসঙ্গে অনুভব** – 'যে শান্তি ধেয়ে আসে শক্তির আকারে মহাবেগে, কিন্তু তা শক্তি নয়। তা অন্ধকারের অন্তর্লীন আলোক, তীব্র জ্যোতির মাঝে ছায়ার আভাস, আনন্দ তা, অনির্বচনীয়, বেদনা তা অননুভূত, ...বাসনার উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ মধ্যে হৃদয়ের ক্ষান্তি ও ধৃতি। নয়নের অগোচর পরম সুন্দর সে। এ হল মাতাঠাকুরাণীর প্রতি স্বামীজীর নীরব প্রণতি।'[১৯]

দ্রুত শিল্পায়নে জাপানের সাফল্য স্বামীজীকে মুগ্ধ করে। তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, 'দেখে বোধ হয় – জাপানীরা বর্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে, তারা সম্পূর্ণরূপে জেগেছে। ওদের পুরো শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থল–সৈন্য আছে। ওদের কামান ওদেরই এক অফিসারের আবিষ্কার, সেটা অন্য কোনো জাতের কামানের চেয়ে কম নয়। তারপর তারা ক্রমাগত নৌ–শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে। প্রায় এক মাইল লম্বা

একটি সুড়ঙ্গপথ দেখেছি, যেটি জাপানেরই একজন স্থপতি নির্মাণ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'এদের দেশলাই–কারখানা দেখবার জিনিস বটে। এদের যে বস্তুরই অভাব হোক তা নিজেরাই তৈরি করে নিতে সচেষ্ট।'[১০] জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার একথা স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের যুবকরা প্রতি বছর জাপান ও চীনে যাক। তিনি বলেছেন, 'তোমরা কি করছ? সারাজীবন কেবল বাজে বকছ। এসো এদের দেখ যাও। ...এসো, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসো, বাইরে গিয়ে দেখো, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে।'[১১] স্বামাজী বলেছেন যে, জাপানের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে। ভারত ও জাপানের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। স্বামীজীর স্বপ্ন সত্য হোক্।

স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পচিন্তার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রে স্বামীজীর ভাবনা ছিল অত্যন্ত আধুনিক। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চলিত বাংলার ব্যবহারে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। আর শিল্পভাবনায় ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তা তিনি প্রথম তুলে ধরেছিলেন। স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল, বিশ্বের অন্যান্য দেশের শিল্পভাবনার শ্রেষ্ঠ কীর্তির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পভাবনায় সমন্বয় সাধন। স্বামীজীর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র :

১। সারদানন্দ, 'লীলাপ্রসঙ্গ' (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬৭), ২য় ভাগ, পৃ. ৬০

২। সারদানন্দ, 'লীলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, পৃ. ৬৬

৩। গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (কলকাতা : উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯১), ১ম ভাগ, পৃ. ২২৯

৪। গম্ভীরানন্দ, 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', ১ম ভাগ, পৃ. ৩৪০

৫। সারদানন্দ, 'লীলাপ্রসঙ্গ', ২য় ভাগ, পৃ. ৬৬

৬। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (কলকাতা:উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৭৫), ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৬

৭। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৯ম খন্ড (১৯৮৩), পৃ. ২১১

৮। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৮ম খন্ড (১৯৮১), পৃ. ৪৫১

৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' (কলকাতা : মন্ডল বুক হাউস, ১৯৮১), ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫৭

১০। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ১৫৮

১১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৮ম খন্ড, পৃ. ১৩৪

১২। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ২৫১
১৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৮ম খন্ড, পৃ. ১৪৮–১৪৯
১৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা' (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৬৮), ১ম খন্ড, পৃ. ৭৮
১৫। রোমা রোঁলা, ১৯৫৩, 'বিবেকানন্দের জীবন', অনুবাদ ঋষি দাশ (কলকাতা : কলিকাতা ওরিয়েন্ট বুক ১৩৮৯ বং), পৃ. ৯৮
১৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'নিবেদিতা লোকমাতা', ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫
১৭। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮৪
১৮। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ১২৮
১৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৯৬
২০। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ৫ম খন্ড, পৃ. ২৫৭
২১। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা' (১৯৬৮), ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৫৯